অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩

(২০০৩ সনের ৮ নং আইন)

আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের অধিকতর সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের অধিকতর সংশোধন ও সংহতকরণ প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১ম পরিচ্ছেদ

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে।

(৩) এই আইনের ধারা ৪৬ ও ৪৭ এর বিধানদ্বয় উক্ত ধারাদ্বয়ে উল্লিখিত সময়ে এবং বাকী বিধানসমূহ ২০০৩ সালের ১লা মে তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “আর্থিক প্রতিষ্ঠান” অর্থ-

(১) Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(২) Bangladesh Banks (Nationalisation) Order, 1972 (P.O. No. 26 of 1972) এর অধীন গঠিত ব্যাংক;

(৩) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত ব্যাংক কোম্পানী;

(৪) Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O. No. 7 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত গৃহ নির্মাণ ঋণদান কর্পোরেশন;

(৫) Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ordinance No. XL of 1976) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ;

(৬) The Bangladesh Shilpa Rin Sangstha Order, 1972 ([১][P.O. No. 128] of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা;

(৭) The Bangladesh Shilpa Bank Order, [২][1972] (P.O. No. 129 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক;

(৮) The Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O. No. 27 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক;

(৯) The Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 (Ordinance No. LVIII of 1986) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক;

(১০) The Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act (E. P. Act XVII of 1959) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন;

(১১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(১২) International Finance Corporation (IFC);

(১৩) Commonwealth Development Corporation (CDC);

(১৪) Islamic Development Bank (IDB);

(১৫) Asian Development Bank (ADB);

(১৬) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD);

(১৭) International Development Association (IDA);

[৩][(১৮) কোন আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যাংক।]

(খ) “আদালত” বা “অর্থ ঋণ আদালত” অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ধারা ৪ এ উল্লিখিত অধীন প্রতিষ্ঠিত বা ঘোষিত কোন আদালত অথবা অর্থ ঋণ আদালত হিসাবে গণ্য হইবে মর্মে কোন যুগ্ম-জেলা জজের আদালত৷

(গ) “ঋণ” অর্থ-

(১) অগ্রিম, ধার, নগদ ঋণ, ওভার ড্রাফট, ব্যাংকিং ক্রেডিট, বাটাকৃত বা ক্রয়কৃত বিল, ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগকৃত

অর্থ বা অন্য যে কোন আর্থিক আনুকূল্য বা সুযোগ-সুবিধা, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(২) গ্যারান্টি, ইনডেমনিটি, ঋণপত্র বা অন্য কোন আর্থিক বন্দোবস্ত যাহা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহীতার পক্ষে প্রদান বা জারী করে বা দায় হিসাবে গ্রহণ করে;

(৩) কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদত্ত কোন ঋণ; এবং

(৪) পূর্ববর্তী ক্রমিক (১) হইতে (৩) এ উল্লিখিত ঋণ, বা, ক্ষেত্রমত, ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থ এর উপর বৈধভাবে আরোপিত সুদ, দণ্ড সুদ বা মুনাফা বা ভাড়া;

(ঘ) “সরকার” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার৷

আইনের প্রাধান্য

৩৷ আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলীই কার্যকর হইবে৷

২য় পরিচ্ছেদ

আদালতের প্রতিষ্ঠা

আদালত প্রতিষ্ঠা

৪৷ (১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মামলার বিচার ও এই আইনের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, উপ-ধারা (২) ও (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক অর্থ ঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে৷

(২) সরকার, সুবিধাজনক মনে করিলে, দুই বা ততোধিক জেলার জন্য একটি অর্থ ঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে৷

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন কোন অর্থ ঋণ আদালত প্রতিষ্ঠিত বা ঘোষিত না হইয়া থাকিলে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত মামলা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অধিক্ষেত্রের যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দায়ের করিতে হইবে; এবং এই আইনের বিধানাবলী ঐ সকল মামলার শুনানী, জারী, আপীল ইত্যাদি যাবতীয় কার্যক্রমে এমনভাবে অনুসরণীয় হইবে, যেন উক্ত যুগ্ম-জেলা জজ আদালত এই আইনের অধীনেই প্রতিষ্ঠিত বা ঘোষিত আদালত এবং এই আইনের উদ্দেশ্য সাধন কল্পে উক্ত যুগ্ম-জেলা জজের আদালত এই আইনের অধীন অর্থ ঋণ আদালত হিসাবে গণ্য হইবে৷

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বর্তমানে কার্যরত যুগ্ম-জেলা জজের কোন আদালতকে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, Civil Courts Act, 1887 এর বিধান অনুসারে, উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্র স্থানান্তর বা অন্যত্র পুনঃনির্ধারণপূর্বক, অর্থ ঋণ আদালত হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ ঘোষণার পর যুগ্ম-জেলা জজ আদালত হিসাবে উক্ত আদালতের কার্যক্রম সমাপ্ত হইবে বা স্থগিত থাকিবে, এবং জেলা জজ উক্ত যুগ্ম- জেলা জজ আদালতে বিচারাধীন অন্য সকল মামলা তাঁহার এখ্তিয়ারাধীন অন্য কোন যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে বদলীর নির্দেশ দান করিবেন।

(৫) সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে যুগ্ম-জেলা জজগণের মধ্য হইতে অর্থ ঋণ আদালতে বিচারক নিয়োগ করিবে, এবং উক্তরূপ নিয়োগপ্রাপ্ত একজন যুগ্ম-জেলা জজ অর্থ ঋণ সংক্রান্ত মামলা ব্যতিরেকে অন্য কোন দেওয়ানী কিংবা ফৌজদারী মামলার বিচারকার্য করিতে পারিবেন না।

(৬) সরকার প্রয়োজন মনে করিলে অর্থ ঋণ আদালতের একজন বিচারককে, নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত, একাধিক অর্থ ঋণ আদালতের বিচারক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৭) ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে এই ধারার অধীন প্রতিষ্ঠিত, ঘোষিত বা গণ্য হওয়া অর্থ ঋণ আদালতে নিযুক্ত বিচারক দায়িত্ব পালনে সাময়িকভাবে অসমর্থ হইলে, জেলা জজ তাহার স্থানীয় অধিক্ষেত্র ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত কোন যুগ্ম-জেলা জজকে সাময়িকভাবে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত বা পূর্ণকালীন সময়ের জন্য উক্ত অর্থ ঋণ আদালতের দায়িত্বে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৮) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন সময়, যে কোন অর্থ ঋণ আদালত বিলুপ্ত করিতে পারিবে।

(৯) সরকার উপ-ধারা (৮) অনুসারে কোন অর্থ ঋণ আদালত বিলুপ্ত করিলে একই আদেশ দ্বারা উক্ত আদালতে বিচারাধীন মামলার বিষয়েও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার বিধান করিবে।

(১০) উপ-ধারা (৮) এর অধীন বিলুপ্ত অর্থ ঋণ আদালত, যদি উপ-ধারা (৪) অনুসারে ঘোষিত আদালত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অনুরূপ ঘোষণার কারণে যুগ্ম-জেলা জজ আদালতের সমাপ্ত বা স্থগিত কার্যক্রম পুনর্জীবিত হইবে এবং জেলা জজ উক্ত আদালতে মামলা স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিবেন।

(১১) অর্থ ঋণ আদালত জেলা সদরে অবস্থিত হইবে, এবং দুই বা ততোধিক জেলার জন্য একটি অর্থ ঋণ আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে, সরকার, সরকারী

গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত আদালতের জেলা-সদর নির্ধারণ করিবে।

(১২) এই ধারার অধীন যুগ্ম-জেলা জজের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত বা ঘোষিত অর্থ ঋণ আদালতের বিচারক “জজ, অর্থ ঋণ আদালত” হিসাবে সম্বোধিত হইবে।

৩য় পরিচ্ছেদ

আদালতের ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র

আদালতের একক এখ্‌তিয়ার

৫। (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত, ঘোষিত বা গণ্য হওয়া অর্থ ঋণ আদালতে দায়ের করিতে হইবে এবং উক্ত আদালতেই উহাদের নিষ্পত্তি হইবে।

(২) এই আইনের অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্থাবর সম্পত্তি জামানত স্বরূপ বন্ধক গ্রহণপূর্বক প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে উক্ত বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় (Sale) বা নিষ্ক্রিয় সমাপ্তির (Foreclosure) উদ্দেশ্যে The Transfer of Property Act, 1882 (Act No. IV of 1882) এর section 67 এর অধীন এবং The Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এর Order XXXIV এর বিধান অনুযায়ী কোন বন্ধকী মামলা (Mortgage suit) দায়ের করিতে চাহিলে, উক্ত মামলাও এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত অর্থ ঋণ আদালতেই দায়ের করিতে হইবে; এবং এইরূপ ক্ষেত্রে The Code of Civil Procedure, 1908 এর বিধানসমূহ এই আইনের বিধানসমূহের সহিত, যতদূর সম্ভব, সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকর্তৃক দায়েরকৃত মামলা নিষ্ক্রিয় সমাপ্তির (Foreclosure) উদ্দেশ্যে একটি বন্ধকী মামলা (Mortgage suit) হইলে, কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রী প্রাথমিক ডিক্রী (Preliminary decree) হইবে এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ার্থ দায়েরকৃত মামলায় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রী চূড়ান্ত ডিক্রী (Final decree) হইবে।

(৪) The Transfer of Property Act, 1882 অথবা বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৩) এর অধীন বন্ধকী মামলা ব্যতিরেকে, এই আইনের অধীন দায়েকৃত কোন মামলায়, আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রী বাদী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিষ্ক্রিয় সমাপ্তির (Foreclosure) প্রাথমিক ডিক্রী হিসাবে গণ্য হইবে; এবং ঋণের বিপরীতে বাদীর অনুকূলে বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি ডিক্রীর ধারাবাহিকতায় নিলাম বিক্রয় হওয়া মাত্রই উক্ত প্রাথমিক ডিক্রী চূড়ান্ত ডিক্রী হিসাবে গণ্য হইবে, এবং বিক্রয় চূড়ান্ত ও ক্রয় বৈধ গণ্য হইবে